Compiled and circulated by

Dr. Bhakti Pada Jana
SACT (Grade II), Department of History, Narajole Raj College

স্টুয়ার্ট মিলের রাষ্ট্রচিন্তার প্রকাশ

রাষ্ট্রচিন্তার ব্যাখা প্রসঙ্গে মিলের ভুমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য । প্রসঙ্গত বলা যায় রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে জন লক ও বেন্থামীয় চিন্তাভাবনার পরে এক আধুনিক ও নতুন কৌশলের যে উদ্ভব দেখা দেয় তা মিলের চিন্তাভাবনার মধ্যে পাওয়া যায় । এই নতুন চিন্তাভাবনাকে কেউ কেউ বলেন নব অভিজ্ঞতাবাদ, নতুন সমাজব্যবস্থা । রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর পরিচয় হল তিনি একের ভিতরে বহু । তিনি ছিলেন সমাজসংস্কারক, গণতন্ত্রী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী । তিনি ছিলেন মানবদরদী ও সমাজদরদী । তিনি সর্বদা নতুন কিছুকে আহ্বান করেন । কখনো কখনো বিকৃতি ও ব্যাভিচার তাঁকে যন্ত্রনা দেয় । সুতরাং মিলের মধ্যে ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানকে বড় করে দেখার প্রচেষ্টা দেখা যায় । উনবিংশ শতক সমগ্র ইউরোপ জুড়ে এক আলোড়ন শুরু হয়েছিল । গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন দেখা দিয়েছিল । সাহিত্য, দর্শন, কলা, ইতিহাস সর্বত্র এক নতুন চিন্তা ভাবনার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে । তাই কার্লাইল, কোলরিজ, মেকলে, কিংসলে,, থ্যাকারে, রসেটি প্রমুখরা বিবিধ ক্ষেত্রে তাদের রচনার দ্বারা নতুন আলো উন্মোচিত করে চলেছেন । স্মিথ, বেন্থাম নতুনের সঙ্গে তাল রেখে নতুন নতুন তত্ত্ব উপস্থিথ করেছেন, কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তা তাদের দ্বারা আলোকিত হল না । সুতরাং মিল নতুন আঙ্গিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাত্ত্বিক শৃঙ্খলার বহিঃপ্রকাশ ঘটান । শাসকবর্গকে যুগপযোগী শাসননীতির সন্ধান দেন । তিনি সরকারকে বোঝান যে সরকারের বিজ্ঞান পৃথক ও স্বাধিনভাবে রচিত হয় না । সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে সরকার ও যুগপোযোগী মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয় । মিলের মতে সরকার সমাজবিজ্ঞানের অংশ । সরকারের কার্যকলাপ সমাজের স্বার্থকে প্রভাবিত করে । মিলের মতে, "There is necessary correlation between the forms of government existing in any society and the contemporaneous state of civilization."

মার্কসের মতো মিল ও রাজনীতিকে সমাজের অংশ হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেন । ইতিহাস প্রগতির নিয়ম মেনে সমাজ পরিবর্তনের ধারণাকে মেনে নেয় । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মিলের পদ্ধতি হল নব - অভিজ্ঞতাবাদ । মিল সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি হিসাবে পর্যবেক্ষনের উপর গুরুত্ব দেন । অভিজ্ঞতাবাদ দ্বারা পুষ্ট হলেও মিলের সমাজচিন্তার নিজস্ব আধিবিদ্যক অবস্থান রয়েছে । মিলের কাছে ন্যায়বিচার ও নৈতিকতা প্রাধান্য পায় । তিনি আর্দশবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদকে মিলিতভাবে তত্ত্ব গঠন করেন । তিনি সর্বদা সত্যকে জানতে আগ্রহী । তা জানার জন্য তিনি বির্তক ও প্রগতির পথে পরিক্রমা করেন । তিনি স্বাধিন ইচ্ছা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে সত্যকে জানার চেষ্টা করেন । সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় ধারনার নিরিখে জ্ঞানের দ্বারা সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন ।

Compiled and circulated by

Dr. Bhakti Pada Jana
SACT (Grade II), Department of History, Narajole Raj College

মিলের রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ক ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল উল্লেখযোগ্য । এক্ষেত্রে তাঁর ১৮৫৭ সালে বক্তব্য ছিল স্মরণীয় । তিনি বলেছিলেন ব্রিটিশের উচিত ভারত ত্যাগ করা এবং আধিপত্য ত্যাগ করা । তিনি বলেছেন ভারত স্বশানের উপযুক্ত ।

স্বাধিন দেশ হলেও ভারত কমনওয়েলথের মাধ্যমে ব্রিটেনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং এর ফলে দু-দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কে অটুট থাকবে, মিল এ আশা প্রকাশ করেছিলেন । ভারতবর্ষের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মিলের এই অভিজ্ঞতা মিলে গিয়েছিল । ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে স্বায়ত্বশাসন চালু হয়েছিল । পরবর্তীকালে স্বাধীন দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য ভারত কমন ওয়েলথের সদস্য হয়েছিল । সুতরাং মিলের চিন্তা দর্শন প্রশংসার দাবী রাখে । তিনি ভারতে পাশচাত্য শিক্ষার পক্ষে বক্তব্য রাখেন । কোম্পানীর ভারতীয় কর্মচারীদের সঠিক বেতনদানের পক্ষে সর্দথক মত পেশ করেন ।

মিলের সবচেয়ে বড় অবদান হল বেন্থামের এর উপযোগবাদী তত্ত্বকে পরিণত ও মার্জিত করে তোলা । শিল্পায়নের যুগে ভুলভ্রান্তি, নৈতিকতা ও শালীনতার অভাব, অতিরিক্ত ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও অহংবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে বেন্থামের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি । মিল উপযোগবাদের ধারণাকে পরিত্যাগ করেননি । তিনি উপযোগবাদের অহংবাদী ধারণাকে পরিত্যাগ করে সংযত ও সামাজিক করে তুলতে চেয়েছিলেন । প্রত্যেক ব্যাক্তি নিজস্ব স্বার্থসাধনে আপনা-আপনিই সমাজের হিত হিসাবে পারস্পরিক নীতির উপর জোর প্রদান করবে । তাঁর চোখে বোকার তৃপ্তির চেয়ে অসুখী সক্রেটিসের মূল্য অনেক বেশি । মিলের চিন্তার সবচেয়ে পরিণত অংশ হল সুখের সঙ্গে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার মেলানো । উপযোগবাদকে নিছক পরীক্ষামূলক পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানব প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম ও সমাজের গতির নিয়মকে মিলিয়ে চলতে তিনি চেয়েছেন ।

মিল বোঝাতে চেয়েছেন, স্বাধীনতার অর্থ কিছু সুবিধালাভ করা নয় বা কতকগুলি সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নয় । তাঁর মতে, স্বধীনতা হল নিজের উপর, নিজের দেহ ও মনের উপর ব্যাক্তির সার্বভৌমিকতা । নিজের এলাকায় ব্যাক্তি স্বাধীন । চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় রয়েছে মানুষের মানসিক কল্যাণ । বিবেক, ব্যাক্তিগত পছন্দ ও পেশা মানুষের নিজের এলাকা । স্বাধীনতাকে শুধুমাত্র ব্যাক্তিগতভাবে নয়, সামাজিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে । সুতরাং মিলের ধারনায় শ্রেণী পক্ষপাতিত্ব থাকলেও বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে তা মূল্যবান ।

মিল বলেছেন, গণতন্ত্রেই আছে সত্যকার জনশাসনের সম্ভাবনা । তিনি গনতন্ত্রকে বলেছেন প্রতিনিধিমূলক । তিনি আইনসভাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দান করেননি । রুশোর মতো প্রতিনিধির উপর তাঁর অনাস্থা নেই । নির্বাচন ও সংস্কারের মাধ্যমে প্রতিনিধিকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছেন । গনতন্ত্র কিভাবে বাস্তবে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে, এ ব্যাপারে মনোযোগ ছিল তাঁর ।

ডানিং যর্থাথই লিখেছেন,

"Mill's obvious interest …is not at all the abstract foundations of political life, but the concrete institutions in which it is manifested. Hence it is his discussion of various questions relating to the constitution and action of the representative body that gives chief significance to his work".

হেল্ড বলেছেন, মিলে যে গনতন্ত্রের কথা বলেছেন তা হল বিকাশশীল গনতন্ত্র । (Developmental Democracy) মিল বুর্জোয়া গনতন্ত্রকে মার্জিত করতে প্রয়াসী । মিলের চিন্তা ভাবনায় প্রকাশ পেয়েছে সেই সময় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ, সমবায়, সামাজিক উদ্যোগ, শ্রমিক সাংগঠনিক অধিকার প্রভৃতির কথা তেমন ওঠেনি । মিলের চিন্তার বড় প্রবণতা হল চিন্তার সমন্বয়ধর্মী বৈশিষ্ট্য ও সর্বজনীনতা । স্বাধীনতা, নৈতিকতা, গনতন্ত্র, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের অবস্থান যাঁর চিন্তায় আছে অভিনবত্ব । সক্রেটিস এর জ্ঞান, মানবতাবাদ, গ্রিকদের আত্মশক্তি, সততা ও পবিত্রতা থেকে মিল শিক্ষা নিয়েছেন ।